যুগান্তর

তারিখ ... 14 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

বরিশাল মোহনগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংকট

প্রাচুর্য রানী, *বরিশাল ব্যুরো* **ও মো. শাহজাহান,** *বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি*

একদিকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংকট, অন্যদিকে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। তার ওপর যুক্ত নতুন দুই বিষয়—চারুকারু ও তথ্যপ্রযুক্তি। সবমিলিয়ে বিপাকে পড়েছে বাবুগঞ্জ উপজেলার মোহনগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের দাবি, তারাই যখন সৃজনশীল পদ্ধতি ভালো করে বুঝতে পারেন না, সেখানে ক্লাসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কতখানি বুঝিয়ে আসতে পারবেন। তারা বলেন, শহরের সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকলেও গ্রামপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে হয়। ক্লাসের বাইরে অতিরিক্ত টিউশন নেয়াও সম্ভব হয় না শিক্ষার্থীদের।

উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের সাফিয়া গ্রামে ১৯৬৮ সালে স্থাপিত এ

সংকট : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

সংকট : শিক্ষকের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের ৫০৩ শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন ১৫ জন শিক্ষক। এর মধ্যে সৃজনশীলে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১২ জন। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শাহ আলম জানান, এত শিক্ষার্থীকে এ কজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করাই অনেক কঠিন। তার ওপর নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির কারণে প্রতিটি বিষয়েই দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন। অথচ ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একজন শিক্ষকে পাঁচটি করে ক্লাস নিতে হচ্ছে। পরপর ক্লাস নেয়ায় শিক্ষকের পক্ষে সব ক্লাসে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া অসম্ভব।

তিনি আরও জানান, আগের পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস নিতে পারতেন। কিন্তু এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষককেই নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর পারদর্শী হতে হয়। যার ফলে শিক্ষক থাকলেও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংকট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে কোনো একদিন গণিতের শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তার ক্লাস অন্য শিক্ষক দিয়ে নেয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া চারুকারু ও তথ্যপ্রযুক্তির মতো দুটি বিষয় নতুন যোগ করা হলেও ওই পদের জন্য শিক্ষক কোটা বৃদ্ধি করেনি সরকার। যাতে করে অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের কোনোভাবে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে ওই ক্লাসগুলো করতে হচ্ছে। এতে ফল খুব একটা ভালো পাওয়া সম্ভব নয়। তিন দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে অভিযোগ করেন গণিত শিক্ষক অনিলচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি জানান, নামকাওয়াস্তে প্রশিক্ষণের পর এখন অনুমানের ভিত্তিতে ক্লাস নিতে হচ্ছে তাকে। ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হলে শিক্ষকও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই ভালো হতো। ফলে বাধ্য হয়ে গাইড বইয়ের সহযোগিতা নিয়ে পাঠদান করতে হচ্ছে অনেক শিক্ষককে।

বিজ্ঞান শিক্ষক আবুবকর সিদ্দিকী বলেন, এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নকলের সুযোগ নেই। কিন্তু হঠাৎ করে এ পদ্ধতি শুরু করায় শিক্ষকরা যেমন বিভ্রান্তিতে পড়েছেন, তেমনি বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরাও। এ পদ্ধতির বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কীভাবে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া যায়, সে বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানান বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মো. শিজানুর রহমান।

কহিনুর বেগম নামে এক অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, কখনও প্রশ্নের উত্তর ছোট করে লিখলে নম্বর দেয়া হচ্ছে। আবার কখনও বড় করে লিখেও ভালো নম্বর পাচ্ছে না শিক্ষার্থী। শিক্ষকদের খেয়াল-খুশিমতো লিখতে হয় শিক্ষার্থীদের। কোন শিক্ষকের পছন্দ কী রকম, তা বুঝতেই শিক্ষার্থীর সময় ফুরিয়ে যায়।

কাল ছাপা হবে : বরিশাল মানিক মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়